JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

মিথিলেশ ভট্টাচার্যের গল্পে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা

নন্দন দে

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লিখনযোদ্ধা মিথিলেশ ভট্টাচার্য বরাক উপত্যকার ছোটগল্পের জগতে এক অনন্য প্রতিভা। পাশাপাশি শেখর দাশ, রনবীর পুরকায়স্থ, শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, অরিজিৎ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবনের এই গল্পকাররা ছোটগল্পকে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বেঁছে নিয়েছেন। বরাক উপত্যকায় মূলত কবিতাকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। তাই গল্প রচনার ইতিহাস এখানে খুব পুরোনো নয়। যেহেতু কবিতা রচনাই এই অঞ্চলের সাহিত্যিকদের মূল শক্তি ছিল, সেইজন্য গল্পকারদের অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তাঁদের গল্পবিশ্বকে নিয়ে। গল্পকার রনবীর পুরকায়স্থের একটি উক্তি খুবই উল্লেখযোগ্য।

> “হয় গল্প ! সাহিত্যের রাজ্য থেকে কবির দল উদ্বাস্তু করেছে তোমাদের। বলতে দ্বিধা নেই, কাছাড়ে কবিদের দলই ছিল, কবির শহর শিলচর আর কবির রাজ্য কাছাড়। শুধু রাজার মতো প্রজা থাকলে তো আর রাজত্ব চলে না। তাই অন্ত্যজ রায়তের মতো গল্পকাররাও দিন কাটান কাছাড়ে। কবিরা এলেন কাছাড় সাহিত্য বাসরে রয়েও গেলেন রাজার মতো। গল্পকাররাও এলেন জনমজুরি খাটতে, উদ্বাস্তু হলেন পত্রপাট, অদক্ষ এবং সংঘশক্তিহীন শ্রমিক কোন শিল্পোন্নতিতেই সহায়তা করতে পারে না।” ১

ষাটের দশকের আগে গল্পের জন্য ভাবনা কিংবা গল্প সম্পর্কে পাঠক এবং লেখকদের নিরুৎসাহ কিছুই গোপনীয় নয়। ছোটগল্পের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও এখানকার লেখকেরা পাঠকদের কাছে ব্রাত্যই থেকে গেলেন। যাই হোক পরবর্তীতে কিছু শক্তিশালী গল্পকার বরাক উপত্যকার বাংলা ছোটগল্পের জগতে অভাবনীয় প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন। পরিচিত চিত্রকে অপরিচিত, আর অপরিচিত চিত্রকে পরিচিত করে যিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারেন তিনিই ছোটগল্পের জাদুকর। লেখক মিথিলেশ ভট্টাচার্য আমাদের পরিচিত পৃথিবীকে অপরিচিত করে তোলেন, আবার পরবর্তীতে একই চিত্রকে এমন এক ব্যঞ্জনার দ্যোতনায় আমাদের সামনে নিয়ে আসেন যখন তাঁর গল্পের বহুস্বরিকতা আমাদের অন্তরে সাড়া জাগায়। ছোটগল্প মূলত একটি নির্দিষ্ট ঘটনার পরিস্থিতিকে তুলে ধরে যেখানে কোন মহাকাব্যিক আলোচনার জায়গা নাই। বরাক উপত্যকার গল্পকাররা মূলত বাস্তববাদী। তাই তাঁদের গল্পে এখানকার স্থানীয় বিষয়বস্তু স্থানীয় অঞ্চল এবং ঘটনাই স্থান পেয়েছে। বরাক উপত্যকার মতো একটি প্রান্তীয় অঞ্চলের লেখকদের কাল্পনিক বিলাসিতা বা নিছক প্রেমের গল্পে মনোনিবেশ করার কোন সুযোগ নেই। সেই বাস্তব সত্যকে মাথায় নিয়ে মিথিলেশ ভট্টাচার্যের মতো গল্পকাররা এগিয়ে গেলেন এই অঞ্চলের স্থানীয় সমস্যাকে তুলে ধরতে। তবু একথা বলতেই হয় যে শুধুমাত্র বাস্তব সত্য উদঘাটনের প্রয়াসে ব্রতী না হয়ে ছোটগল্পের

বৈশিষ্ট্যকেও তাঁরা যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন। 'চিরকালীন' গল্পটি তারই সার্থক উদাহরণ। গল্পের চরিত্র এবং বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে গল্পকার ছোটগল্পের নির্দিষ্ট মর্যাদা দিতে পেরেছেন।

উপন্যাসের মতো ছোটগল্পে মানুষের সম্পূর্ণ জীবনবোধ উঠে আসেনা বা লেখকদের পক্ষে তা তুলে ধরাও সম্ভব নয়। তবু বাস্তব সত্যের একটি ছবি প্রকাশে ছোটগল্প কোন অংশেই কম নয়। শেখর দাস, রনবীর পুরকায়স্থ, মলয়কান্তি দে, মিথিলেশ ভট্টাচার্য তাঁরা কেউ - ই বাস্তবকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে পিছু - পা হননি। মিথিলেশ ভট্টাচার্যের 'আত্মকথা' গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় সমালোচক অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য লিখেছেন –

> "উপজাতি ও বাঙালির সহাবস্থানে গড়ে ওঠা ত্রিপুরার অনাগরিক জীবন এবং অন্তহীন অনন্বয়ে চূর্ণ - বিচূর্ণ বরাক উপত্যকার বাস্তব আলাদা। আবার দ্রুত নগারায়ণের প্রক্রিয়া ও সন্ত্রাসবাদের কালো ছায়ায় আন্দোলিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাস্তব একেবারে আলাদা।"[২]

অর্থাৎ স্থান - কাল অনুযায়ী সাহিত্যে বাস্তবতার স্বরূপ পাল্টে যায়। বরাক উপত্যকার জীবনচিত্রের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বা কলকাতার কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ এখানকার মানুষের ইতিহাস আর জীবনবোধ দুটোই সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণ বিষয়ের উপর নির্ভর করে এই অঞ্চলের লেখকেরা তাঁদের গল্পের সারবস্তু তুলে ধরেছেন। মিথিলেশ ভট্টাচার্যের 'কক্ষপথ গল্পগ্রন্থের 'সময়' এবং 'মৎস্যপুরাণ' গল্পে বরাক উপত্যকার একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। সময় গল্পে ট্রেনের চিত্র এবং মৎস্যপুরাণ গল্পে স্থানীয় বাজারের চিত্র আমাদের ভাবিয়ে তোলে পাঠক হিসাবে৷ গল্পের 'মৃণালকান্' চরিত্রটি মূলত বরাক উপত্যকার এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধি যার পক্ষে বাজারের সবথেকে দামী মাছটি ক্রয় করে বাড়ি ফেরা সম্ভব নয়। বরাক উপত্যকার মধ্যবিত্ত সমাজের এই ধরণের জীবনচিত্র এই অঞ্চলের গল্পকারদের লেখনীতে বারবার উঠে এসেছে।

বরাক উপত্যকায় মোট তিনটি জিলা। কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি। এই তিনটি জেলার সিংহভাগ লোকই অর্থকষ্টে ভোগে। তথাপি এই অঞ্চলের বসবাসকারী জনসাধারণের মধ্যেও শহুরে আনা একটি ভাব লক্ষ্য করা যায়। বরাক উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র শিলচর আয়তনে আসামের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হলেও পর্যাপ্ত আধুনিক সুবিধার অভাব এখানে। তবুও মানুষের জীবনবোধ আজ অনেকটা পাল্টে গেছে৷ শহরকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থা মূলত শহর শিলচরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। মিথিলেশ ভট্টাচার্যের গল্পে শহুরে জীবন বার বার ঘুরে এসেছে। তাঁর 'দৌড়', 'স্বপ্নপুরণ' , 'স্কাইক্র্যাপার' ইত্যাদি গল্পে একদিকে যেমন শহরের মানুষের স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার খেদ অপরদিকে নাগরিক জীবন কিভাবে ধীরে ধীরে মানুষের মানবিকতা নষ্ট করছে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 'গোপাল যখন বিচারক ', 'এনামেল বিষয়ে দু - চারটি কথা' , 'উপর – নীচ' ইত্যাদি গল্পে দরিদ্রতার চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। 'উপর – নীচ' গল্পের হীরেনের ভাবনা মূলত সেইসব মানুষদের নিয়ে করা যারা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গল্পে হীরেন ভাবে –

> "ওদের চিরসঙ্গী তো গরিবি, অভাব - অনটন। খিদে - তৃষ্ণা নিবারণ ভিন্ন অন্য কিছুর বিষয়ে ওদের আগ্রহ - কৌতূহল আছে বলে বোধ হয় না। থাকবেই বা কেমন করে। ওরা নিরন্তর যুদ্ধ করছে দুমুটো

ভাতের জন্যে, পেটপুরে খেতে পাচ্ছে না, উদাম শরীরে কাপড় জুটছে না, অসুখ বিসুখে ওষুধ পাচ্ছে না মৃত্যুর হিমশীতল ঘেরাটোপে ওদের অসীম দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবন সর্বদা বন্দি।"[৩]

অর্থাৎ বরাক উপত্যকার মানুষের প্রতি লেখক কতটুকু সচেতন তা স্বাভাবিক ভাবেই অনুমেয়। একটি মানুষের দৈনিক মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ এই অঞ্চলের মানুষ। লেখকের সংবেদনশীল মন স্পর্শ করেছে এই বিষয়গুলো। মূলত দেশভাগ এবং তার পরবর্তী সময়গুলোতে বাঙালি জীবন বারবার বিধ্বস্ত হয়েছে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে। সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই কতটুকু দৃঢ় ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে বাঙালি হিন্দু - মুসলমান অনেকেই আশ্রয় নিয়েছিল আসামের প্রান্তীয় অঞ্চল বরাক উপত্যকায়। স্থায়ী কোন কর্মসংস্থানের অভাবে পালিয়ে আসা বাঙালিরা শ্রমজীবি হিসাবে অন্নসংস্থানের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছে বা আজও করছে। মিথিলেশ ভট্টাচার্যের গল্পে এই প্রসঙ্গগুলো বারবার উঠে এসেছে। 'কক্ষপথ' গল্পগ্রন্থের 'বারুদ গন্ধ' গল্পে একাত্তরের যুদ্ধের চিত্র এবং তার ভয়াবতার একটি আভাস পাওয়া যায়। দেশভাগ মূলত বাঙালি জীবনের একটি অভিশাপ। মিথিলেশ ভট্টাচার্যের বিভিন্ন গল্পে দেশভাগের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। বৃহত্তর বাঙালি জীবনের সঙ্গে বরাক উপত্যকার বাঙালি জীবনকেও বিধ্বস্ত করেছিল দেশভাগ। লেখকের বেশীরভাগ গল্পে বাঙালি জীবনের সেই ভয়াবহতা ফুটে উঠেছে।

বরাক উপত্যকার গল্পকার রনবীর পুরকায়স্থ, মলয়কান্তি দে, বদরুজ্জামান চৌধুরী, মিথিলেশ ভট্টাচার্য তাঁদের বেশীর ভাগ গল্পেই দরিদ্রতা, নাগরিক জীবন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মধ্যবিত্ত জীবনের কোন্দল এবং দেশভাগ স্থান পেয়েছে। বরাক উপত্যকার রাজনৈতিক জীবনের খণ্ডচিত্র সহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই অঞ্চলের গল্পকারদের গল্পে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। মিথিলেশ ভট্টাচার্যের "একটি অবাস্তব ঘটনার খসড়া চিত্র" গল্পেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। বদরুজ্জামান চৌধুরীর গল্পেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এছাড়াও বরাক উপত্যকার গল্পকারদের গল্পে বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছে। মিথিলেশ ভট্টাচার্যও এর ব্যতিক্রম নন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর বেশীরভাগ গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নিজে দেশভাগের শিকার, তাই তাঁর সিংহভাগ গল্পে দেশভাগের বর্ণনা, দেশভাগের ফলস্বরূপ বাঙালি জীবনের বিধ্বস্ততা এবং বিশেষ করে বরাক উপত্যকার বাঙালি জীবন স্থান পেয়েছে। মূলত শিলচর থেকে প্রকাশিত 'অনিশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। 'কক্ষপথ', 'আত্মকথা', 'স্বপ্নপুরাণ', 'চৈত্রপবনে', 'দেশভাগের গল্প' তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। তাঁর গল্পপাঠ করলেই বোঝা যায় যে তিনি নিছক গল্প লেখার জন্য বা বিনোদনের জন্য গল্প লেখেননি। নিজস্ব জীবনবোধ এবং আত্মিক সম্পর্ক তাঁকে গল্পরচনায় প্রভাবিত করেছে। চোখের সামনে তিনি দেখেছেন দেশভাগ কিভাবে মানুষের জীবনে বিপন্নতা এনেছে। কিভাবে মানুষ তার নিজস্ব আইডেন্টিটি বা পরিচয় হারাচ্ছে। সেই বাস্তব অনুভব এবং স্বজন হারানোর বেদনা তাঁকে ভাবিত করেছে। চৌদ্দ পুরুষের সম্পর্কে যতি টেনেছে মাত্র একটি সীমারেখা। এক মিনিটের মধ্যে কিভাবে মানুষের জীবনে অন্তিম পরিণতি ঘটে সেইসব দেখেছেন তিনি নিজের চোখে। শুধু দেখেননি, মনপ্রাণ দিয়ে সেগুলোকে তিনি অনুভব করেছেন।

গল্পকার মিথিলেশ ভট্টাচার্যের গল্পের একটি প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা। বাস্তবের শেকড়কে তিনি কখনও ভুলে থাকতে পারেননি। তাই তাঁর গল্পে বারবার উঠে এসেছে মানুষের বিচ্ছেদের কথা। তিনি শিল্পী গল্পকার। গল্পের বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিক এবং বিশেষ করে ভাষা ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত। শিব ভট্টাচার্যের মতে –

> "প্রতীক গল্পগুলোতে মিথিলেশ অসাধারণ। যেমন তাঁর চরিত্র সৃষ্টি তেমনই তার ভাষার ব্যবহার। এমন ওজনদার ও ঝকঝকে শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার আসামের ছোটগল্পে কম দেখা যায়।"[৪]

লেখক সৃষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত দলিল হয়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। চরিত্রগুলি পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। মিথিলেশ ভট্টাচার্যের গল্পের সার্থকতা এখানেই। তাঁর গল্পের চরিত্রে পাঠক নিজেকে খুঁজে পায়। আর গল্পগুলি হয়ে উঠে বাস্তব জীবনের দলিল। আত্মকথা গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য লিখেছেন –

> "মিথিলেশের গল্পকৃতি যেন সমকালের ভূকম্পলিপি যার সূক্ষ্ম রেখার বিন্যাসে বোঝা যায় প্রায় নিঃশব্দে বহু ভাঙচুর হয়ে চলেছে আমাদের পারিপার্শ্বিকে, সম্পর্কে, চাওয়া - পাওয়ার চিরাচরিত বিন্যাসে। এই নিরিখে মিথিলেশ হয়ে ওঠেন সমকালীন মধ্যবিত্তবর্গের গন্তব্যহীন যাত্রা ও অন্বয়বিহীন প্রয়াসের অক্লান্ত দলিল লেখক।"[৫]

সমালোচকের এই বিশেষ উক্তিতে স্পষ্টতই অনুমেয় যে লেখক তাঁর গল্পগুলিকে সময়ের দলিল হিসাবে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। লেখক রাষ্ট্র নির্দেশিত সীমাকে মেনে নিতে পারেননি কখনো। তিনি মূলত মুক্ত মনের মানুষ। আর তাই তিনি বারবার আঘাত করেছেন বদ্ধতাকে, সীমানার গণ্ডীকে। মুক্ত মন সীমানার গণ্ডী পেরিয়ে যায় সেটাই স্বাভাবিক। 'দেশভাগের গল্প' গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় মিথিলেশ ভট্টাচার্য নিজেই বলেছেন –

> "সেই সুদূর ছেলেবেলায় আমি যখন প্রথম গল্প লিখতে শুরু করি তখন থেকেই আমার রচনার মূল বিষয় দেশভাগ। আমি নিজেও দেশভাগের বলি। শৈশবে বাবা - মা - দাদা - দিদির সঙ্গে চলে এসেছি এপারে। ওপারের দিকে আর ফিরে তাকাই নি। কিন্তু ওই ভাঙা হাটের সবকিছু ছেড়ে আসার যন্ত্রণা, সুগভীর বেদনা প্রতিদিন আমার বাবা - মা, আত্মীয় - অনাত্মীয়দের যে কুরে কুরে খেয়েছে সে দুঃসহ দৃশ্য শিশুবয়স থেকেই দেখে আসছি। দারিদ্রের সুতীব্র কশাঘাতে রক্তাক্ত, জর্জরিত হয়েছি আমি নিজে, আমার আত্মীয় পরিজন, চেনা অচেনা মানুষ।"[৬]

প্রত্যেক লেখকের লেখার নির্দিষ্ট কোন উৎস বা বিষয়বস্তু থাকে। আসলে মিথিলেশ ভট্টাচার্যের লেখার মূল উৎস হল দেশভাগ, লেখক সেটা নিজেই স্বীকার করেছেন। মূলত বরাক উপত্যকার সিংহভাগ মানুষই দেশভাগের শিকার। দেশভাগ এবং তার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বঞ্চনার শিকার হয়েছেন এই অঞ্চলের মানুষ। শুধু তাই নয় জাতি বিদ্বেষ এবং ভাষা বিদ্বেষেও জর্জরিত এই অঞ্চলের

মানুষ। তাই এইসব যন্ত্রণার কথা বারবার ফিরে এসেছে এই অঞ্চলের লেখকদের রচনায়। স্বাধীনতার তিয়াত্তর বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও দেশভাগের শিকার হওয়া মানুষ আজও তাদের ক্ষতের কথা ভুলে যাননি, যাওয়ার কথাও নয়। কারণ দেশভাগ শুধু দুটো ভূখণ্ডকে ভাগ করেনি, মানুষের শেকড়কে ছিন্ন করে উপড়ে ফেলেছে। এই বেদনা চিরস্থায়ী। মিথিলেশ ভট্টাচার্য নিজেই বলেছেন –

"দেশভাগের কোনও পরিণতি নেই, কোনও মীমাংসাও নেই।" [৭]

অনেকে হয়তো মৃত্যুবরণ করেছে দেশভাগের অসহনীয় যন্ত্রণাকে বুকে নিয়ে। তবু এ বেদনা থেমে থাকার বা শেষ হওয়ার নয় । তা এক চিরকালীন বেদনায় পরিণত হয়েছে।

মিথিলেশ ভট্টাচার্যের প্রতিটি গল্পেই একটি সংকেত থাকে। অর্থাৎ তাঁর গল্প রচনার উৎস মূল বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। 'সময়', 'মৎস্যপুরাণ' ইত্যাদি গল্পে আমরা একটি প্রতীকী ব্যঞ্জনা খুঁজে পাই। সেখানেই মিথিলেশ ভট্টাচার্য অন্যান্য লেখকদের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। দেশভাগ তাঁর রচনার মূল উৎস হলেও বরাক উপত্যকার পারিপার্শ্বিক নানা বিষয় লেখকের গল্পে উঠে এসেছে। তাঁর প্রথমদিকের গল্পগ্রন্থগুলি 'কক্ষপথ', 'চৈত্রপবনে', 'আত্মকথা' , 'স্বপ্নপুরাণ' ইত্যাদিতে এই অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয় যেমন বেকারত্ব, মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন ইত্যাদি উঠে এসেছে। এইগুলির সঙ্গে কিছু মনোবৈজ্ঞানিক গল্পও রচনা করেছেন তিনি। তারপর ২০১৮ সালে প্রকাশিত ' দেশভাগের গল্প ' গ্রন্থটিতে মোট দশটি গল্প ছাপা হয়েছে। দেশভাগের বলি বরাক উপত্যকার মানুষের অনেক অব্যক্ত যন্ত্রণার উল্লেখ রয়েছে এ গ্রন্থটিতে। দেশভাগ একটি অমীমাংসিত সমস্যা। তাই লেখক সেইসব সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন তাঁর রচনাগুলিতে । স্পষ্টতই আমরা পাঠক হিসাবে অনুভব করি লেখকের ব্যক্তিগত বেদনার কথা। তিনি কোন কাল্পনিক রচনায় হাত দেননি। তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি, স্বচক্ষে দেখা কিছু ঘটনা এবং দেশভাগের মূল ইতিহাস উঠে এসেছে গল্পগুলিতে। সেখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের বেদনাদায়ক কিছু স্মৃতি আমাদের মনকেও ব্যথিত করে আর তাই আমরাও পাঠক হিসাবে লেখকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই। এখানেই গল্পকারের সার্থকতা।

তথ্যসূত্র

১) "বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা", রমা পুরকায়স্থ, পৃষ্ঠা ১২০।

২) 'ভূমিকা', তপোধীর ভট্টাচার্য, আত্মকথা (মিথিলেশ ভট্টাচার্য) ১৫ আগষ্ট ২০১১।

৩) 'উপর নীচ', মিথিলেশ ভট্টাচার্য, আত্মকথা, পৃষ্ঠা ৪৩।

৪) "বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যচর্চা", রমা পুরকায়স্থ, পৃষ্ঠা ১৩৪।

৫) 'ভূমিকা', তপোধীর ভট্টাচার্য, আত্মকথা (মিথিলেশ ভট্টাচার্য)।

৬) 'ভূমিকা', মিথিলেশ ভট্টাচার্য, দেশভাগের গল্প।

৭) ‘ভূমিকা’, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, দেশভাগের গল্প।

আকরগ্রন্থ :

১) ভট্টাচার্য মিথিলেশ, ‘কক্ষপথ’ সাহিত্য প্রকাশনী, ২৫ অক্টোবর ২০০৩।

২) ভট্টাচার্য মিথিলেশ, ' চৈত্রপবনে ', অক্ষর পাবলিকেশনস্, ২০১১।

৩) ভট্টাচার্য মিথিলেশ, ‘আত্মকথা’, ভিকি পাবলিশার্স, ২০১১।

৪) ভট্টাচার্য মিথিলেশ, ‘স্বপ্নপুরাণ’, সুমিতা পাল ধর, ফেব্রুয়ারী ২০১৬।

৫) ভট্টাচার্য মিথিলেশ, ‘ দেশভাগের গল্প ’, প্রণতি প্রকাশ, ১৯ শে মে ২০১৮ |

বাংলা পত্র পত্রিকা

১) চক্রবর্তী শ্যামলেন্দু, ‘অনিশ পত্রিকা ’ - ১৯৬৯

২) শর্মা ভাস্করানন্দ, ভট্টাচার্য মিথিলেশ, শতক্রতু'